৭। ডেকে বলে তারকচন্দ্র বার দেখে কেউ হ'সনে ভোলা।
কেন সুধা থুয়ে গরল খাবি, অশ্বিনী ধর পাগলের করণ মালা।।

৩৭ নং তাল-গড়খেমটা

এবার শুনলেম মতুয়া পাড়া, গিয়ে দেখলাম মতুয়া পাড়া।
যত মতুয়া মাতাল হ'য়ে বেহাল, কাজ করে বেদ বিধি ছাড়া।।
১। মতুয়া পাড়া উঠছে সাড়া, শুনলেম তাঁদের আইন কড়া।
কারুর কুলের গৌরব থাকলে পরে, এ দলে এসে কেহ হ'সনে খাঁড়া।।
২। আদি মতুয়া ওড়াকান্দি নদীয়ায় ছিলেন শচীর গোরা।
ওসে মায়ের কড়ার শুধব ব'লে এসেছে ওড়াকান্দি নিমাই নাড়া।।
৩। কাজের মতুয়া নারিকেলবাড়ী অনুরাগে তনু পোরা।
ও যাঁর হুহুঙ্কারে গোলোক নড়ে তাঁর কাছে
বাউল গৌড়ে প'ল ধরা।।
৪। আর এক মতুয়া নারিকেলবাড়ী, প্রেমানন্দে মাতোয়ারা,
তাঁরে দেখলে ভোলে পুরুষ নারী নবদ্বীপ ছিলেন
তিনি নিতাই নাড়া।।
৫। আর এক মতুয়া রাউৎখামার বীর-করুণ রসে হয় ভরা।
ওসে মরিলে বাঁচাইতে পারে, পাথারে ভ্রমণ করে নৌকাছাড়া।।
৬। আর এক মতুয়া জয়পুরে রয়, নবরসে তনু ভরা।
ও যাঁর নাম নিলে হয় শমন দমন,
নামটি তার তারকব্রহ্ম রসের চূড়া।।
৭। মতুয়া নামের কি মাহাত্ম্য ইহা নি কেউ জানিস তোরা।
তারা কতক গোপী কতককপি এ যুগে একমতে হয়েছে জোড়া।।
৮। অশ্বিনী কয় দিন বয়ে যায়, ধরলাম না সেই মতুয়ার ধারা।
স্বামী মহাননেদের দয়া বিনে, হ'য়েছি গুরুচাঁদের চরণ ছাড়া।।

৩৮ নং তাল-গড়খেমটা

যদি ধরবি মতুয়ার বুলি, যদি ধরবি মতুয়ার বুলি।
ত্যজ্য কর সাধন ভজন, দীক্ষা শিক্ষা কণ্ঠী ঝুলি।।